দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

নগরীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে বহু আহত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

রোববার ঢাকা সিটি কলেজের একদল ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সিটি কলেজ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ জানান যে, সংঘর্ষে মোট দেড়শ ছাত্র আহত হয়েছেন। অপর দিকে পুলিশ সূত্রে জানান হয় যে, ৫ জন কর্মকর্তাসহ ২৩ জন পুলিশ সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ডিসি দক্ষিণ, এসি রমনা, ওসি কোতোয়ালী, এসি পেট্রোল সাউথ, এবং ওসি ধানমন্ডি। এ ব্যাপারে তদন্ত হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানোহয়।

রোববার বেলা ১১টা থেকে ৪টা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

নগরীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে বহু আহত

(প্রথম পৃঃ পর)

পর্যন্ত সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের দুটো মোটর সাইকেল এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সামনে পুলিশ বক্সে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশের একটি জীপ ও একটি টেম্পোর ক্ষতি হয়।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পুলিশ ও একদল ছাত্রের মধ্যে এই সংঘর্ষ চলে। ছাত্রদের ইট-পাটকেলের জবাবে হেলমেটধারী পুলিশ দলের টিয়ারগ্যাস এবং গুলি-, স্বল্পে এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। বেলা ১টার দিকে পুলিশের দুটি মোটর সাইকেল (ঢাকা মেট্রো এ-০৩৮২১৬) এবং সায়েন্স ল্যাবরটরীর সামনের পুলিশ বক্সে আগুন দেয়া হয়। ভিসা অফিসের সামনে ধানমন্ডি থানার ওসির জীপ (ঢাকা ঘ-৪৭৬২) ইটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি আহত হন। ঢাকা মেট্রো প-৩১০৫ নম্বরের পুলিশের টেম্পো ভাংচুর হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের উপর পুলিশের অবিরাম টিয়ার গ্যাস এবং নিক্ষেপ রবার বুলেট বর্ষণের সময় তারা কিছু ছাত্রকে আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতে দেখেছেন। মিরপুর সড়কের ধানমন্ডি ৮ নং সড়ক থেকে নিউ মার্কেট এবং উত্তরে গ্রীন রোডের ছয় নম্বর সড়ক পর্যন্ত অংশে সংঘর্ষের কারণে যান-বাহন চলাচল বন্ধ ছিল। গত রাতেও এলাকায় থমথমে ভাব বিরাজ করে।

সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে পুলিশ এবং ছাত্রদের কাছ থেকে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। সিটি কলেজ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতা জহির ও আবুল ফজল লিপু, (ছাত্রদল) সালা-উদ্দীন মিঠু (হা-অ) মামুন (না-শ) রিপন জাতীয় ছাত্র লীগ সংঘর্ষের জন্য পুলিশের আকস্মিক হামলাকে দায়ী করেছেন। তারা বলেনঃ "রোববার সকালে কলেজের দুজন ছাত্র ইমু ও মুকুল ভিসার জন্য ভারতীয় ভিসা অফিসে গেলে তাদের সাথে ভিসা দালালদের বিরোধ বাধে। সেখানে পুলিশের হাতে দুজন ছাত্র নির্যাতিত হচ্ছে শুনে সিটি কলেজের কিছু ছাত্র সেখানে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনে। বিরোধ সেখানেই মিটে গিয়েছিল। অথচ এই ঘটনার পর বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ করেই কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ এলোপাথাড়ী আক্রমণ চালায়।" তারা অভিযোগ করেন যে,পুলিশের অমানবিক আক্রমণের মুখে ছাত্ররা বাধা দিতে বাধ্য হয়।

অপর দিকে পুলিশের বক্তব্যে বলা হয় "রোববার সিটি কলেজের কয়েক-জন ছাত্র ভিসা দালালদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে গেলে দালালদের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। পরে ভিসা অফিসে কর্মরত পুলিশদের হস্তক্ষেপে সংঘর্ষ মিটে গেলেও একদল ছাত্র কলেজে গিয়ে ফের দল বেঁধে ফিরে আসে এবং পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। বেলা ১২টায় তারা হাই কমিশনের সামনে ধানমন্ডি থানার ওসির জীপের ক্ষতি-সাধন করে। এ সময় ওসি এবং তার ড্রাইভার আহত হন। কিছু ছাত্র দুজন সার্জেন্টের মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের বক্তব্যে আরও বলা হয়ঃ বেলা দেড়টায় ট্রাফিক পুলিশ হাউনীতে আগুন লাগান হয়। এবং তছনছ করা হয় পুলিশ বক্স। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশের টেম্পো। আহত হন পুলিশের সহকারী সাব ইন্সপেক্টর আবদুল হক পাটোয়ারী।"

পুলিশ এ ঘটনায় দুজন ভিসা দালাল ছাড়া কোন ছাত্রকে গ্রেফতার করেনি বলেজানিয়েছে।

গতকালের ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের সময় পলাশী ব্যারাক স্টেশনের তিন-জন ফায়ারম্যান রইসউদ্দীন, হাফিজুর রহমান ও মিহিরলাল সাহা আহত হয়েছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালের জরুরী বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিকাল ৫টা পর্যন্ত হাসপাতালে ৪৬ জন আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। প্রদীপ কুমার বিশ্বাস নামে একজন ছাত্রকে চোখে আঘাত-সহ ভর্তি করা হলেও সে বিকালেই হাসপাতাল ত্যাগ করে। হাসপাতাল সূত্রে আহতদের বেশীরভাগ ছররায় আহত বলে উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রোবার এক বিবৃতিতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশী হামলার নিন্দা করেছেন। তিনি কলেজের অভ্য-ন্তরে পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং পরবর্তীতে গুলিবর্ষণের অভিযোগ করেন। তিনি পুলিশের হাতে শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে বলে জানান। অধ্যক্ষ এ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

ভারতীয় দূতাবাস ভিসা লেখকরা (দালাল) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেন, একদল ছাত্রের হাতে তাদের ৮/১০ জন রোববার আহত হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা ইতিপূর্বে ধানমন্ডি থানায় জিডি করেছেন। জিডি নং ৪৭৪ তাং ৮-৮-৯০।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক বিবৃতিতে সিটি কলেজে সংঘটিত ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয় যে, মূহূর্তে দেশ ও জাতি গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে ঠিক সে মূহূর্তে এ ধরনের অনাকাংখিত ঘটনা কেবলমাত্র গণতন্ত্রের উত্তরণের পথকেই ব্যাহত করবে। বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাসে হামলারও নিন্দা করা হয়।

ছাত্রঐক্য বিবৃতিতে সিটি কলেজের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের দাবী জানায়।